ব্রিফিং নোট

মার্চ ২০২৪

১

Funded by the European Union

Global Gateway

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজির মূল দর্শনই হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এ বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদের উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না, স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় বিভিন্ন খাতের কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, এই উন্নয়নের ফল সবাই সমানভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা। এ সংলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ এর নিরিখে তাদের প্রত্যাশা জানতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় সুপারিশ সংগ্রহ করে। সংগ্রহকৃত এসব সুপারিশমালা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সমাজের এসব ব্যক্তিকে নিয়ে ২০২৩ সালের ১৫ মে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণার প্রাক্কালে 'আইএমএফ-এর সময়কালে জাতীয় বাজেটে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের কথা কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে?' শীর্ষক একটি নাগরিক সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপে নাগরিক সমাজ, অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং সাংবাদিক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় দুই শতাধিক জনপ্রতিনিধি অংশ নেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিদের বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

cpd.org.bd cpd.org.bd

cpdbangladesh CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

সত্যিকারের পুনর্বণ্টনমূলক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা মূল্যস্ফীতি

সংলাপের প্রধান অতিথি জনাব এম এ মান্নান, মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বলেন, এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কাজ করছে। তবে এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এবং মজুরির হার কিছুটা বেড়েছে। এটি ইতিবাচক খবর।

এ বিষয়ে শ্রমিক নেতা বাবুল আক্তার বলেন, বাজেটে কর্মজীবীদের জন্য বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, বাজারে দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ে শ্রমিকদের মজুরি সে হারে বাড়ে না। আর সংসদে শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় সেখানে তাদের কণ্ঠস্বরও নেই। তিনি শ্রমজীবীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন। একই সঙ্গে শ্রমজীবীরা যেসব এলাকায় বসবাস করেন, সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য করার দাবি জানান তিনি।

সংলাপের বিশেষ অতিথি সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা মূল্যস্ফীতির বিষয়ে মন্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সরকারি হিসাব অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে। আর বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার হিসাবমতে, এটি দুই অঙ্ক পার করেছে অনেক আগেই। এই মূল্যস্ফীতির ধাক্কা অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সমাজে যে বৈষম্য বাড়ছে, সে বিষয়টি সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) স্বীকার করছে। কিন্তু সেই বৈষম্য দূরীকরণে বাজেটে কী পদক্ষেপ থাকছে - এসব বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ বলেন, কোভিড ও ইউক্রেন যুদ্ধের মতো নানা সংকট চলতেই থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার খুবই কাছাকাছি অবস্থান করেন। কোভিডকালে তারা হঠাৎ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গিয়েছিলেন। মূল্যস্ফীতির কারণে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সংজ্ঞা অনুযায়ী, তারা দরিদ্র না হলেও কোনো একটি ধাক্কা এলেই তারা দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে পড়ছেন। এই ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা অত্যন্ত জরুরি। শহরে এ সমস্যা আরও প্রকট। এই ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ, ট্রান্সজেন্ডার, প্রতিবন্ধী ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী থাকতে পারেন। তাদের জন্য পৃথকভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে দারিদ্র্যের নগরায়ণ হয়েছে। কিন্তু শহুরে দরিদ্রদের জন্য কোনো কর্মসূচি নেই। তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি জানান, দেশের নানা অঞ্চল এখনো সত্তরের দশকের পর্যায়ে রয়ে গেছে। হাওড়, পাহাড়ি অঞ্চল ও জলবায়ু-উপদ্রুত এলাকা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ভঙ্গুরতার বিবেচনায় এসব পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

পোশাক কর্মী আমেনা আক্তার আশা বলেন, মূল্যস্ফীতির কারণে স্বামী-স্ত্রী দুজনের রোজগার দিয়েও সংসার চলে না। এসব সমস্যা সমাধানে মালিকপক্ষ ও সরকারের

সঙ্গে আলোচনার জন্য ৫০টির মতো সংগঠন থাকলেও তারা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা রাখছেন না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অর্থনীতিতে সমস্যা আছে বলেই সরকার আইএমএফের কাছে গেছে

আইএমএফের শর্তের বিষয়ে বিশেষ অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য রানা মোহাম্মদ সোহেল বলেন, এ সংস্থাটি একটি ব্যাংকের মতো। একটি ব্যাংক যেমন ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা শর্ত আরোপ করে থাকে, আইএমএফও ঠিক তেমনটাই করবে। এই শর্তের কালে দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভালো থাকা আবশ্যক। কারণ ঋণ পরিশোধের অভিঘাত শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষের ওপরই বর্তাবে। অর্থনীতিতে যদি সমস্যা না থাকতো, তাহলে সরকার আইএমএফ-এর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করতো না। নিশ্চয় কোন না কোন সমস্যা আছে। তিনি উল্লেখ করেন, আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা হলে দেশে বৈষম্য বাড়বে বৈ কমবে না।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ডেভেলপমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম আইএমএফের সংস্কার কর্মসূচির বিষয় উল্লেখ করে বলেন, আইএমএফ সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কারের কথা বলেছে। এক্ষেত্রে সরকার এরই মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। টেকসই সরকারি ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি ১২ বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। এই নীতিমালায় নারী ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বিষয়টি পিছিয়ে পড়া ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক হবে।

রুমিন ফারহানা বলেন, আইএমএফ দেশের মন্দ ঋণের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বড় ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না। অথচ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা ৫-১০ লাখ টাকা ঋণ চেয়েও পান না। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে নাগরিকদের পেছনে ব্যয় করার জন্য সরকারের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আইএমএফও বলেছে যে, সরকারের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সরকার যদি আইএমএফের শর্ত পরিপালন করতে যায়, তাহলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো দুরূহ হয়ে পড়বে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ বলেন, একটি দেশে যখন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে, তখন সেখানে আইএমএফ নানা শর্ত দেয় সেগুলো ঠিক করার জন্য। আমাদের ব্যর্থতার কারণে এ ধরনের শর্ত আসাটা আমাদের জন্য লজ্জার।

সংলাপের শিরোনামের সমালোচনা করে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বাজেট রাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম। এর সঙ্গে আইএমএফের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আইএমএফ কিছু বলুক বা না বলুক, আমাদের বাজেট আমাদেরই করতে হবে।বাল্যবিবাহ রোধে বাজেটে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ থাকতে হবে

পিছিয়ে পড়া বা অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বাল্যবিবাহ নিরোধ, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে নিয়োজিত একটি যুব দলের নেতা সোহাগী আক্তার বলেন, বিশেষ বিশেষ এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হলে মেয়েদের মা-বাবাদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এলাকায় বাল্যবিবাহের হার কম, অন্যদিকে বস্তি এলাকায় এ হার অনেক বেশি। এছাড়া জন্ম নিবন্ধনের সনদ যাতে পরিবর্তন করে মেয়েদের বয়স বাড়ানো না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সজাগ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে যুক্ত কাজী ও পন্ডিত এ বিষয়ে সচেতন করা এবং বাল্যবিবাহে সহায়তা করলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ব্যবস্থা রাখার ওপর জোর দেন তিনি। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এই বক্তা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও শিশু লাঞ্ছনা প্রতিরোধে একটি পৃথক আইন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দেশে বিদ্যমান যেসব আইন আছে, সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। এসব আইন বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বাজেটে শিশু ও যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এ বিষয়ে আসিফ সালেহ বলেন, বাল্যবিবাহপ্রবণ এলাকার মানুষ জানিয়েছে, বাল্যবিবাহের জন্য কাজিরা অনেকখানি দায়ী। এ ব্যাপারে কাজিদের সঙ্গে আলাপে জানা যায়, তাদের বেতন-ভাতা খুবই কম। মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন পান তারা। কাজেই বাল্যবিবাহ রোধকল্পে তাদের সম্মানজনক জীবন পরিচালনার মতো বেতন-ভাতা দিতে হবে বলে মনে করেন তিনি। বাজেটকে দরিদ্র ও সচ্ছল জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে বিবেচনা না করে নাগরিকদের ভঙ্গুরতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

শিশু বাজেট প্রণয়ন অব্যাহত রাখতে হবে

সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিনিধি জাফর সাদিক শিশুদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনটি দিক নিয়ে কথা বলেন। সেগুলো হলো - শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোথায় কোথায় বরাদ্দ প্রয়োজন, সে বরাদ্দের জন্য কী ধরনের সম্পদের লভ্যতা রয়েছে এবং সেই সম্পদের ব্যবস্থাপনা কেমন হবে। তিনি বলেন, শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প এবং নবজাতক ও শিশু সুরক্ষার জন্য যেসব প্রকল্প রয়েছে, সেখানে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। পিইডিপি-৪ বিষয়ে তিনি বলেন, ২০২৫ সালে এটির মেয়াদ শেষ হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ বছরে মোট ৩৮ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু অর্থবছরগুলোয় যে হারে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তাতে কর্মসূচিটির শেষ বর্ষে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে হবে। এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কাজেই আগের অর্থবছর গুলোয় পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে, যাতে এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। তিনি শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, প্রসূতি স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশুশ্রম রোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের প্রস্তাব করেন এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে, সেটিকে পৃথকভাবে উপস্থাপনের প্রস্তাব দেন। তিনি উল্লেখ করেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিশুদের জন্য পৃথক বাজেট কোড নেই। এ ধরনের কোড সৃষ্টির বিষয়ে তিনি প্রস্তাব দেন। এটা না করা হলে শিশুদের জন্য স্থানীয় সরকার কতটা দায়িত্ব পালন করছে, তা বোঝা যাবে না। তিনি বলেন, শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বন্ধ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য সরকারের একটি আপৎকালীন থোক বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব দেন। এ তহবিল থেকে শিশুদের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, কয়েক বছর আগে সরকার শিশু বাজেট নামে একটি বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে বলে উল্লেখ করলেও তিন-চার বছর ধরে শিশু বাজেট প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হচ্ছে না। এটি আবার চালু করার প্রস্তাব দেন জাফর সাদিক। একই সঙ্গে শিশু বাজেটের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ডেটাবেজ সৃষ্টির তাগিদ দেন তিনি।

হালকা প্রকৌশল খাতের বিকাশে শুল্ক-কর বৈষম্য রোধ করতে হবে

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মালিকদের প্রতিনিধি আবুল হোসেন খান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, দেশের বাইরে থেকে মেশিন ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা হলে ভ্যাটমুক্ত ও শুল্কমুক্ত উপায়ে আমদানি করা যায়। অথচ এ ধরনের পণ্য দেশীয় উদ্যোক্তারা প্রস্তুত করলে সরকারকে তাদের ভ্যাট দিতে

হয়। এতে দেশীয় উদ্যোক্তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এই ভ্যাট মওকুফ করা হলে দেশে এ ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটবে, আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি হয়, সেগুলোয় শুল্ক-কর ফাঁকি দেওয়া হয়। এর ফলে আমদানিকারকরা দেশীয় উৎপাদকদের তুলনায় কম দামে পণ্য বিক্রি করতে পারে। এর ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যায় পড়ছে। সেজন্য শুল্ক ফাঁকি রোধে কঠোর হতে হবে। তিনি বলেন, শিল্পে ভালো অবস্থান তৈরি করতে হলে হালকা প্রকৌশল খাতকে সহায়তা দিতে হবে। সেটা করা না হলে দেশ শিল্পে এগোতে পারবে না। এ লক্ষ্যে বাজেটে হালকা প্রকৌশল খাতের জন্য ভ্যাট-ট্যাক্সে ছাড় দিতে হবে। তিনি বলেন, শিল্পখাতে কর্মীরা খুবই কম বেতন পান। এটি আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু আমদানিকারকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পিছিয়ে থাকার কারণে আমরা কর্মীদের ভালো বেতন দিতে পারি না। এক্ষেত্রে শুল্ক-কর ফাঁকি রোধ করে বাজারে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দ চাই

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসী হাবিবা সুলতানা বলেন, দুর্যোগ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা মোকাবিলা করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ মোকাবিলায় যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় যুবদের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য দুর্যোগের কারণে পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পানি পান করে মানুষ নানা স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর ফলে তাদের আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাজেটে বরাদ্দ থাকা আবশ্যক। তাছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের জীবন ধারণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিখাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

কৃষিঋণ প্রাপ্তি সহজ করতে হবে

নারী কৃষক প্রতিনিধি সালমা খাতুন বলেন, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় কৃষকদের জন্য নানা ধরনের বরাদ্দ এবং ব্যাংক ঋণের সুযোগ-সুবিধার কথা শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবে কৃষকরা এসব থেকে তেমন সুবিধা পান না। কৃষিঋণ বিতরণে নীতিমালা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা সহজে সে ঋণ নিতে পারেন না। ঋণ নিতে হলে নানা ধরনের শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান এবং ভূমির দলিল প্রদানসহ নানা ধরনের হালনাগাদ কাগজপত্র। এসব কাগজপত্র জোগাড় করা কৃষকের পক্ষে দুরূহ ও ঝামেলাপূর্ণ। সে কারণে সরকারের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা ব্যাংকগুলো থেকে তেমন সুবিধা পায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নারীদের জন্য পৃথক কৃষি মার্কেট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে

নারী কৃষক প্রতিনিধি আলমা খাতুন বলেন, মহিলারা যে আঙিনা কৃষি পরিচালনা করেন, সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল বাড়ির পুরুষ সদস্যরা বিক্রি করে নিজেরা টাকা নিয়ে নেন। নারীরা সেই অর্থ কাজে লাগাতে পারেন না। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার জন্য নিজ থেকে কোনো সহায়তা করতে পারেন না। এমন পরিস্থিতিতে নারীদের জন্য পৃথক কৃষি মার্কেট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন তিনি। কল্পনা খাতুন নামের আরেকজন কৃষক প্রতিনিধি বলেন, চাকরিজীবীদের পেনশনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কৃষকদের তো তেমন কোনো সুবিধা নেই। ফলে বৃদ্ধ বয়সে কৃষকরা যখন কাজ করতে পারেন না, তখন তারা অসহায় হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের পেনশন দেওয়ার জন্য যদি বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়, তাহলে তারা উপকৃত হবেন।

অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি ফেরদৌস আরা বেগম এ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, মূল প্রবন্ধে ভালো ভর্তুকি ও খারাপ ভর্তুকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভালোগুলো চলমান রাখা ও খারাপগুলো বন্ধ করার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি একটি যৌক্তিক পরামর্শ। এছাড়া বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দের ভারসাম্য নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু অবকাঠামো প্রকল্পে বেশিরভাগ উন্নয়ন বরাদ্দ চলে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়গুলো যৌক্তিকভাবেই উত্থাপিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৭ ধরনের কর্মসূচির কথা উল্লেখ আছে। এতে বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কৌশল প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে যদি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে যে উদ্দেশ্যে এসব কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা অর্জন করা সম্ভব হবে। বাজেটে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে কিছু বিষয় বাস্তবায়নের জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটির বড় অংশই চলে যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা পরিশোধ বাবদ। এর ফলে সামাজিক নিরাপত্তার অন্যান্য যেসব কর্মসূচি রয়েছে, যেমন প্রসূতি মায়েদের ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ট্রান্সজেন্ডার ভাতা, উপবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এক্ষেত্রে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের জন্য একটি পৃথক বাজেট করার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি উল্লেখ করেন, ব্যবসায় ৭০ লাখ টাকা টার্নওভার পর্যন্ত ভ্যাট অব্যাহতি আছে। কিন্তু ভিন্ন আরেকটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৮২টি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা এই সুবিধা পাবেন না। যারা এই সুবিধা পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ক্যাটেগরিতে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারাও চলে আসেন। এক্ষেত্রে ওই সব নারী উদ্যোক্তার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০২৫ সাল পর্যন্ত যে অব্যাহতি সুবিধা রয়েছে, সেটির মেয়াদ আরও বর্ধিত করার সুপারিশ করেন তিনি। ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীকে কর্মে নিয়োগ করলে করে ছাড় পাওয়া যায়। কেবল ট্রান্সজেন্ডার নয়, অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়োগ দিলেও যাতে একই সুবিধা দেওয়া হয়, সে বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দেন তিনি। সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্ধারণ ও তাদের একটি ডেটাবেজ থাকা উচিত বলে মনে করেন এই নারী উদ্যোক্তা।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে

পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে শিপন কুমার রবিদাস উল্লেখ করেন, দেশে বর্তমানে ৫৫ লাখ দলিত জনগোষ্ঠী রয়েছেন। কিন্তু বাজেটে দলিত জনগোষ্ঠী বলে আলাদা কোনো স্বীকৃতি থাকে না। দলিতদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেই। দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলের আশেপাশে কোনো হাসপাতাল নেই। চিকিৎসার জন্য তারা হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, দলিত শ্রেণির মানুষ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন। কোভিডকালে তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আর দেওয়া হয় না। আবর্জনা

পৃথকীকরণের সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় হাত-পা কেটে গিয়ে অনেকে দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভোগেন। এ কারণে অনেককে স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন, দলিতদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করা। এ কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। দলিতদের জন্য যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। এর ফলে তারা নানা স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন। এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন বাজেটে তিনি দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য বাজেট প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। তিনি বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। এগুলো হলো - বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দলিতদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, বাজেটে দলিতদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ না করে দলিত হিসেবে স্বীকৃতিদান, তাদের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দকরণ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন নিশ্চিতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা পরিশোধ, নিয়মিত ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থাকরণ, স্বাস্থ্যবিমা ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান, রেশনিং ব্যবস্থা চালুকরণ প্রভৃতি।

ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীকে কর্মে নিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে

ট্রান্সজেন্ডার প্রতিনিধি তানিশা ইয়াসমিন চৈতি বলেন, ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজের পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে বৈষম্যের শিকার হন। এ ধরনের শিশুদের এমন কি তাদের মা-বাবা যত্ন নেন না এবং পরিবারে রাখতে চান না। স্কুল-কলেজে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না। কর্মক্ষেত্রেও কেউ কাজে নিয়োগ দিতে চায় না। ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়োগ দিলে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য কর ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু দু-একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এখনো ট্রান্সজেন্ডারদের কর্মের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ উন্নয়নে বাজেটে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে তাদের কর্মসংস্থান ও বাসস্থান। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি সেইফ হোম তৈরির প্রস্তাব দেন তিনি, যে সেইফ হোমের সহায়তায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠতে পারবেন ট্রান্সজেন্ডার নাগরিকরা এবং দেশের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। তিনি বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত সংসদে অনুমোদনের বিষয়ে অনুরোধ জানান। এটি পাস হলে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা সহজ হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর জন্য কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয় না বলে অভিযোগ করেন তিনি। এজন্য ট্রান্সজেন্ডারদের বাজেটের বিষয়ে তিনি স্পষ্ট তথ্য প্রকাশের দাবি জানান। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২২ সালের জনশুমারিতে দেখানো হয়েছে যে, দেশে ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ হাজার। এ তথ্য সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের দাবি জানান।

প্রবীণদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা বাড়াতে হবে

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু বলেন, সর্বশেষ শুমারির তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী মোট জনগোষ্ঠীর ৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ। এতে বোঝা যায়, জনসংখ্যার একটি জনমিতিক পরিবর্তন হচ্ছে এবং ৭০-৮০ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যায়ে প্রবীণদের রাষ্ট্রীয় সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু প্রবীণদের জন্য প্রদেয় ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও এ ভাতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বাজেটে এ ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে সুপারিশ করেন তিনি। মাসিক ভাতা ন্যূনতম এক হাজার টাকা করার সুপারিশ করেন তিনি। দ্বিতীয়ত, তিনি স্বাস্থ্যখাতে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে বাজেটে পৃথক খাত নির্ধারণ করেন এবং বিনামূল্যে তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব দেন।

তিনি উল্লেখ করেন, দেশে দুস্থ ও অসহায় প্রবীণের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের সেবা দেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রমের মতো অবকাঠামো গড়ে উঠছে। কিন্তু এসব বৃদ্ধাশ্রম অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে এগুলো মান যথোপযুক্ত নয়। এক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন তিনি। প্রবীণ জনশক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তারা যথেষ্ট মাত্রায় প্রশিক্ষিত নন। এক্ষেত্রে প্রবীণদের ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে এমন জনশক্তি তৈরির ওপর জোর দেন তিনি। এক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি খন্দকার জহুরুল আলম বলেন, দেশে ‘প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন, ২০১৩’ শীর্ষক একটি আইন আছে। আইনের আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনাও (অ্যাকশন প্ল্যান) আছে। সেখানে ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টন করা আছে। কিন্তু তিনটি মন্ত্রণালয় ব্যতীত আর কোনো মন্ত্রণালয় এটির বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি মন্ত্রণালয় যদি একটি করে কার্যক্রমও হাতে নিত, তাহলে তাদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় হতো। তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি আছে। হঠাৎ করে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ৯.৬ থেকে হ্রাস করে ২.৮ শতাংশ দেখাচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় এ উপাত্ত কোথায় পেল সে বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন তিনি। প্রতিবন্ধীদের যে ভাতা দেওয়া হয়, সেটির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে কীভাবে কর্মে নিয়োগ করা যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে বলে জানান তিনি। বিদেশ থেকে যেসব প্রতিবন্ধী প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, তাদের চলাফেরার জন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত গাড়ি নেই। ভবনগুলোও প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক নয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সহায়ক অবকাঠামো সৃষ্টির দাবি জানান তিনি। স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণার সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার ওপর তিনি জোর দেন।

সরকারি সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ করতে হবে

আসিফ সালেহ বলেন, সরকারের অনেক উদ্যোগ সম্পর্কে মানুষ জানে না এবং এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা নেই। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, প্রবাসী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বৃত্তি কর্মসূচি আছে। কিন্তু অধিকাংশ প্রবাসীর পরিবার তা জানে না। আর সেই বৃত্তি পাওয়ার জন্য প্রায় ২৪-২৫টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এত ধাপ পেরিয়ে সেই অর্থ উত্তোলন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ কাজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসী পরিবারদের সহায়তা করছে ব্র্যাক।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে

আসিফ সালেহ বলেন, মানুষকে যাতে হাসপাতালে কম যেতে হয়, সে ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। কিন্তু বাজেটে দেখা যায়, এক্ষেত্রে বরাদ্দ কম। বাজেটে বরাদ্দ বেশি থাকে হাসপাতাল নির্মাণ, জিনিসপত্র ক্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যখাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কোনো বরাদ্দ থাকে না। কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা যদি শক্তিশালী করা না যায়, তাহলে হাসপাতালে রোগীর চাপ বাড়তেই থাকবে এবং সে চাপ সামলানো সম্ভব নয়। এর ফলে বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় তুলনামূলক বিচারে বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এই খরচ সবচেয়ে বেশি।

সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি পীযূষ বর্মণ আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান, আগে বাজেটে আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক অনুচ্ছেদ থাকত। এখন আর সেটা থাকে না। বাজেটে সেই অনুচ্ছেদটি পুনর্বহালের দাবি জানান তিনি। তিনি জানান, বাজেটে বরাদ্দ হয় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক। কিন্তু সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় না থাকায় তারা সরকারি বরাদ্দ ঠিকমতো পান না। এক্ষেত্রে পৃথক মন্ত্রণালয় প্রাতিষ্ঠার দাবি জানান তিনি। অথবা আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যে থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর অনুরোধ জানান তিনি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ যেসব মন্ত্রণালয় আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করে, তাদের বরাদ্দ বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে তিনি এবং আদিবাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোয় গবেষণা জোরদারের পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি যেসব প্রস্তাব দেন তার মধ্যে রয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, আদিবাসীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বাজেট বরাদ্দকরণ, এসডিজি বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আদিবাসীদের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন প্রভৃতি।

কারিগরি শিক্ষা কারিকুলামের মানোন্নয়ন করতে হবে

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি শেখ ইমরান যুবকদের উন্নয়নে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে দেশে কারিগরি শিক্ষার যে কারিকুলাম রয়েছে, তা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয়। কারিগরি শিক্ষা থেকে দেশের শিল্পখাতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল পাওয়া যাচ্ছে না এবং প্রবাসী কর্মী হিসেবে যারা বিদেশ যাচ্ছেন, তারাও দক্ষতা নিয়ে যেতে পারছেন না। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের প্রতিটি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে এবং তারা যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কতজন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে, সে বিষয়টি ফলোআপ করা হয় না। তিনি একটি জরিপের ফলাফল তুলে ধরে বলেন, যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের ১০ শতাংশেরও কম সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে স্ব-কর্মসংস্থান তৈরি করতে পেরেছেন ২-৩ শতাংশ। বাকিরা অন্য পেশায় চলে গেছেন। এর প্রধান কারণ হলো প্রশিক্ষণের পর ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকা। কাজেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কোভিডের শিখন ক্ষতির বিষয়ে বাজেটে বক্তব্য থাকতে হবে

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কোভিডে শিক্ষার যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার রেশ দীর্ঘদিন থেকে যাবে। এই শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বাজেটে লক্ষ্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে শিল্প খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেয়ার প্রস্তাব দেন তিনি।

কলেজ শিক্ষার্থী নাজমুল ইসলাম বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কম টাকায় পড়ালেখা করার সুযোগ পান। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় অনেক বেশি। এ ব্যয় কমিয়ে আনতে কলেজগুলোর জন্য বাড়তি বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করছি।' তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণে অনেক বরাদ্দ দেওয়া হলেও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে বরাদ্দ কম। শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রেণিকক্ষের সময় বৃদ্ধি, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীসংখ্যা কমিয়ে আনা প্রভৃতি উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি।

সতের কোটি মানুষের জন্য সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকার বাজেট তেমন কিছু নয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান তার নির্ধারিত আলোচনায় বলেন, এ পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা যেসব বিষয় অবতারণা করেছেন, তার সবকিছু বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তিনি বলেন, গণমাধ্যমে উল্লেখ করা হয় যে, এবার সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকার বিশাল বাজেট আসছে। এখন কথা হচ্ছে, এ বাজেট কি আসলেই বিশাল বাজেট? আমরা দেখতে পাই, জিডিপির শতাংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় বাংলাদেশে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সমকক্ষ বাজেট দিতে গেলেও এ বাজেটের আকার ১২ লাখ কোটি টাকা হওয়া উচিত। কাজেই এটিকে বিশাল বাজেট বলার সুযোগ নেই। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়া ও উন্নয়নশীল বিশ্বের তুলনায় সবচেয়ে কম। কারণ যাদের কর দেওয়ার কথা তারা ঠিকমতো কর দেন না, সে কারণে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ ব্যয়ও করতে পারি না। তিনি কর আহরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করার দাবি করেন।

বাজেটে সম্পদ পুনর্বণ্টনের মূল দর্শন থেকে সরে যাওয়া যাবে না

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, একটি পুঁজিবাদী সমাজে স্বাভাবিকভাবে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বৈষম্য কমানোর জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হয় যার মূল দর্শন হচ্ছে সম্পদের পুনর্বণ্টন করা। বেশি উপার্জনকারীদের করের অর্থ কম উপার্জনকারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এই দর্শন থেকে দূরে সরে গেলে বাজেটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না। তবে এখানে শুধু ন্যায্যতাই একমাত্র বিষয় নয়। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে কাউকেই পিছিয়ে রাখা যাবে না। জনসংখ্যার একটি বড় অংশের যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে, তাহলে উৎপাদন করে কার কাছে বিক্রি করবেন? তিনি ঋণখেলাপি ও করখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সাত শতাংশ কর দিয়ে বিদেশ থেকে অর্থ ফেরত আনার যে বিধান রাখা হয়েছে, তার সমালোচনা করেন।

খারাপ ভর্তুকি ভালো ভর্তুকিকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে

ভালো ভর্তুকি ও খারাপ ভর্তুকির প্রচলন আছে বলে উল্লেখ করে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, খারাপ ভর্তুকিগুলো ভালো ভর্তুকিকে দূরে সরিয়ে দেয়। স্বার্থান্বেষী মহল নানাভাবে সরকারকে প্রভাবিত করে খারাপ ভর্তুকির অর্থ আদায় করে নেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রান্তিক কৃষক, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে ভর্তুকি দেওয়া হয়, এগুলো হচ্ছে ভালো ভর্তুকি। সরকার এটি অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান। প্রণোদনার নামে উন্মাদনা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি মোকাবিলা করতে হবে

দেশে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে বলে পরিকল্পনামন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের তথ্য নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। এসব সমস্যা সমাধানে সরকার বেশি বেশি হারে সংলাপ আয়োজনে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একটি কাজের জন্যও যদি সরকার কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারে, তা হচ্ছে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। আদিবাসীদের বিষয়ে তিনি বলেন, আদিবাসী বললেই আমাদের দৃষ্টি চলে যায় পাহাড়ি জেলাগুলোয় ও চাকমাদের প্রতি। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলে যেসব সমতলের আদিবাসী রয়েছেন, তারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পান। তাদের বিষয় নজরে আনা দরকার, সরকার তাদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। তিনি জানান, বিবিএসের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং আমরা সময়মতো উপাত্ত প্রকাশের কাজ করছি। প্রকল্প বাস্তবায়নের হার নিয়ে সমস্যা আছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

নন-এমপিও শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দের দাবি

রাজধানীর লালমাটিয়া থেকে ফারজানা আফরোজ নামে একজন নন-এমপিও সহকারী শিক্ষক একটি বার্তা পাঠান। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, বাজেটে নন-এমপিও শিক্ষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে, সেগুলোর জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানান তিনি।

এসিড সারভাইভারদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দাবি

এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি তাহমিনা ইসলাম জানান, এ ফাউন্ডেশনটি ১৯৯৯ সাল থেকে কাজ করে। ফাউন্ডেশনটি পুরোপুরি দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এখন দাতারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে স্থানান্তরিত করেছেন। এজন্য ফাউন্ডেশনে বর্তমানে অর্থের সংকট চলছে। আর অন্য পোড়া রোগীর তুলনায় এসিডদগ্ধদের চিকিৎসা জটিল। সারাজীবন এর চিকিৎসা নিতে হয়। সারাদেশে চার হাজার এসিড সারভাইভার আছেন। তাদের চিকিৎসায় প্রতিবছর অর্থের প্রয়োজন হয়। সেজন্য এই ফাউন্ডেশনটি টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে এসব ফলোআপ চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। সে কারণে ফাউন্ডেশনের জন্য একটি স্থায়ী অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। সে লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখার দাবি জানান তিনি।

সরকারের দায় বাড়াচ্ছে কঠিন শর্তের ঋণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ উল্লেখ করেন, ২০১৪ থেকে তৎপরবর্তী সময়ে কঠিন শর্তের যেসব ঋণ নেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ আগের ৪০ বছরের চেয়েও বেশি। এ ঋণ দেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে। কারণ এগুলোর সুদ পরিশোধে সামনের দিনে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হবে। তিনি জানান, কালোটাকা সাদা করার সুযোগ স্থায়ীভাবে বহাল রাখার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়টি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, রাষ্ট্র কারও অনুপার্জিত অর্থ ভোগ করার সুযোগ দেবে না। কিন্তু কালোটাকা সাদা করার সুযোগের মাধ্যমে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

ডলার সংকটে জ্বালানি আমদানি করতে না পারায় বাড়ছে লোডশেডিং

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য করোনা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বমন্দাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার দাবি করছে রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আইএমএফের শর্ত পরিপালন করে ইডিএফ তহবিল ও অন্যান্য কিছু বিষয় বাদ দিলে এটি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে না। তিনি বলেন, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, আমদানিতে তার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে রিজার্ভে অর্থ জমছে না, যে কারণে জ্বালানি আমদানি করা যাচ্ছে না। ফলে গ্রামাঞ্চল ও শহরের অভিজাত এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোডশেডিং হচ্ছে।

পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে

কর-জিডিপি অনুপাত কম হওয়ার বিষয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, ১৭ কোটি মানুষের দেশে কর দেন মাত্র ৩০ লাখ মানুষ। এটি কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি না পাওয়ার প্রধানতম কারণ। অথচ ২ কোটি মানুষ কর দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে যারা কর দেন নিয়মিত, সরকার তাদের ওপরই বারংবার করের বোঝা চাপাচ্ছে। অন্যদিকে টাকা পাচারকারীরা কর না দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য বাড়ছে। কারণ পরোক্ষ কর ধনী-গরিব সবার ওপর সমভাবে পতিত হয়। তিনি জানান, সরকারের ভুল নীতির কারণে দেশে খেলাপি ও মন্দঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আদালতের মাধ্যমে আটকে রাখা, বিভিন্ন সময়ে পুনঃতফসিল করা প্রভৃতি বিষয় যদি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে দেশে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ তিন থেকে চার লাখ কোটি টাকা হয়ে যাবে। অর্থ পাচারকে একটি বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি বন্ধে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। সরকার অর্থ পাচারে সহায়তা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। নির্বাচনী বছরে অর্থ পাচার বেড়ে যায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। চলতি বছরও একটি নির্বাচনী বছর। তাই এবারও অর্থ পাচার বেড়ে যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাজেট বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কম

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, নির্বাচনী বছরে সরকার জনতুষ্টিমূলক বাজেট দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এবার সরকারের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। ফলে সরকার অনেকটা কৃচ্ছ্রসাধন নীতি অনুসরণ করছে। আগামী বাজেটে সুদ পরিশোধ ও ভর্তুকিবাবদ দুই লাখ কোটি টাকার ওপরে ব্যয় হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজস্ব আহরণের যে পরিস্থিতি, তাতে বাজেট বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই বলে তিনি মনে করেন। এমন পরিস্থিতিতে সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুতে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ফলে এসব পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। এতে নাগরিকরা আরেক দফা মূল্যস্ফীতির চাপে পড়বেন। বিদ্যুৎ খাতকে কিছু অলিগার্কের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা ক্যাপাসিটি চার্জের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছেন বলে তিনি অভিযোগ

করেন। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে, যে ব্যয় কমিয়ে আনার কোনো কৌশল সরকারের নেই বলে তিনি মনে করেন। সরকার দেশে একটি লুটপাটতন্ত্র চালু করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে কিছু সিন্ডিকেট বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে তিনি মনে করেন।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না

রুমিন ফারহানা বলেন, সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় এক লাখ কোটি টাকার ওপরে দেখানো হলেও সেখানে সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ও প্রণোদনার ঋণের সুদ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা আছে। এগুলো বাদ দিলে প্রকৃত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় ১০ থেকে ১১ হাজার কোটি টাকার বেশি নয়। আর এ বরাদ্দের ৪৬ শতাংশ অপচয় হয় বলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়েরই এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আর এসব অর্থ লোপাটকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না। কারণ আগামী নির্বাচনে এই মানুষগুলোকেই সরকারি দলের দরকার হবে।

বাজেটে সংসদ সদস্যদের বক্তব্য প্রতিফলিত হয় না

সংলাপের বিশেষ অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য রানা মোহাম্মদ সোহেল বলেন, সংসদে আমরা বাজেটের ওপর বক্তব্য দিই। কিন্তু বাজেটে সেটির প্রতিফলন দেখতে পাই না। কারণ এমন সময় আমাদের বক্তব্য নেওয়া হয়, যখন বাজেট পাস হয়ে যাওয়ার শেষ পর্যায়ে থাকে। এখনো ঠিক একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, তা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। হয়তো পরবর্তী বাজেটে সেটি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।

বৈষম্য রোধে ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠা জরুরিশ্রমিকদের মজুরির বিষয়ে রানা মোহাম্মদ সোহেল বলেন, এখন পর্যন্ত দেশে ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে দেশে মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। এ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথমেই শ্রমের দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে এবং দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমের মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। আইএমএফের সময়কালে এই বৈষম্য হ্রাস করা কঠিন হবে। তিনি জানান, বাজেট হচ্ছে সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপাত্তের ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরেন এবং এসব ঘাটতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। সব ক্ষেত্রে একটি সঠিক ডেটাবেজ তৈরির তাগিদ দেন তিনি। কারণ সঠিক উপাত্ত ব্যতীত সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়।

পোশাককর্মী আমেনা আক্তার আশা আগামী বাজেটে স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও বেতনভাতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ঘোষণা রাখা এবং নতুন ওয়েজ বোর্ড ঘোষণার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যূনতম ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানান।গৃহকর্মীদের প্রতিনিধি সাবিনা আক্তার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, 'কোভিডকালে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও স্কুলের বেতন পরিশোধ করতে হয়েছে। কিন্তু ওই সময় আমাদের কোনো রোজগার ছিল না। এই বেতন পরিশোধ করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে।' গৃহকর্মীদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়ে তিনি তাদের খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারি পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি গৃহকর্মীদের জন্য প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবি জানান।পোশাক কর্মী আমেনা আক্তার আশা বলেন, মাত্র আট হাজার টাকা বেতনে পোশাক কর্মীদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ অর্থে পোশাক কর্মীদের পুষ্টি ও বাসস্থান কোনোটিই নিশ্চিত হচ্ছে না এবং তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। তিনি বলেন, পোশাককর্মীরা যদি ঠিকমতো খাওয়া-পরা না পায়, তাহলে তারা দেশের জন্য কাজ করবে কীভাবে? তিনি বলেন, বাজেটে শিল্পখাতের জন্য অনেক বরাদ্দ থাকে। কিন্তু সরাসরি শ্রমিকদের জন্য কোনো প্রণোদনা থাকে না।

উপসংহার

পরিশেষে সংলাপের সভা প্রধান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল উল্লেখ করেন, দেশে উন্নয়ন হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশে যারা সীমিত আয়ের মধ্যে বাস করেন, যাদের মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুরে সেকেন্ড হোম প্রতিষ্ঠার পয়সা নেই, যারা অসুস্থ হওয়া মাত্র বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন না এবং যারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, তারা কীভাবে দিনাতিপাত করছেন, সে বিষয়টি বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিরাপদ থাকবেন কিনা, সঠিকভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে কিন্তু নীতিনির্ধারকদের থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেন, অনুষ্ঠানে নানা সংকট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বড় সংকট হচ্ছে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা। এখানে যে বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা হচ্ছে, যারা দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন, তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্নতা। নীতিনির্ধারকরা দেশের সাধারণ মানুষকে চেনেন না। কারা বঞ্চিত, কারা আদিবাসী, কারা অসুবিধাগ্রস্ত, কারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী - এসব বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। সবার কথা শুনে নীতিনির্ধারণের মতো উদ্যোগ ও ধৈর্য নীতিনির্ধারকদের মধ্যে দেখা যায় না। তিনি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের নীতিগত ত্রুটি তুলে ধরে বলেন, সরকার আমাদের ভাতা-নির্ভর করে তুলছে। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে সেই অনুপাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভাতা দেওয়ার চেয়ে অসুবিধাগ্রস্তদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া তাদের জন্য বেশি আত্মমর্যাদার। আমরা তো ভাতা পাওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন করিনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, যেখানে সবার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সেই স্বাধীনতাগুলো এখনো আমরা পাইনি। এই না পাওয়ার পেছনে বাজেটের একটি সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, জনপ্রতিনিধিরা নাগরিকদের ভোটের পরোয়া করেন না। আগে প্রার্থীরা ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করতেন। কিন্তু এখন সেই ভোট ভিক্ষার আর প্রয়োজনই নেই, যে কারণে জনপ্রতিনিধিরা নাগরিকদের প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করেন না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এখন ভোটেরও প্রয়োজন নেই, ভোটারদের চেনারও প্রয়োজন নেই এবং সেই মানুষগুলোর প্রয়োজন সম্পর্কে জানারও প্রয়োজন নেই। ফলে সরকার এখন আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক কী বলছে, তার ওপর ভিত্তি করে নীতি নির্ধারণ করছে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

সভাপতি

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং সদস্য, সিপিডি বোর্ড অফ ট্রাস্টি

প্রারম্ভিক বক্তব্য

ড. ফাহমিদা খাতুন

নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রধান অতিথি

জনাব এম এ মান্নান, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মানিত অতিথি

জনাব রানা মোহাম্মদ সোহেল, এমপি

সদস্য, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

সাবেক সংসদ সদস্য

সম্মানিত আলোচক

জনাব আসিফ সালেহ্

নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক

মিজ ফেরদৌস আরা বেগম

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

সমাপনী বক্তা

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্

সিরিজ সম্পাদনায় : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ